দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 JAN 1997
পৃঃ ৬ কলাম ৭

গার্মেন্টস শিশু শ্রমিকরা স্কুলে কেমন আছে

মহসিন, ইলিয়াস, ফুলি, রোকসানা, সুবর্ণা, চায়না, লাকী এরা সবাই এখন স্কুলে যায়। ওদের কারও বয়সই বারোর ওপরে নয়। কয়েক মাস আগেও ওরা গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরিতে সুতা টানত, কাপড় কাটত, বোতামের ঘর সেলাই করত। সুপারভাইজার, কোয়ালিটি ইনচার্জদের ভয়ে থাকত ভীতসন্ত্রস্ত। আজ ওরা স্কুলে যাচ্ছে। মুক্তকণ্ঠে গান গাইছে, ছবি আঁকছে, আনন্দ-উল্লাসে হতবিহ্বল হয়ে পড়ছে। আহরণ করছে জ্ঞান। জ্ঞানের পরশে আজ ওরা গার্মেন্টসের কাঁচির পরিবর্তে হাতে নিয়েছে কলম। পৃথিবীকে জানতে বসেছে স্কুলে। দেশের পোশাকশিল্প শিশুশ্রমিক মুক্ত করতে ৪ জুলাই ১৯৯৫ সালে ইউনিসেফ ও আইএলও-এর মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ১৪ বছরের নিচে কোন শিশু শ্রমিক পোশাকশিল্পে কাজ করতে পারবে না। ১০ হাজার ৫৪৭ জন শিশু শ্রমিককে ইতোপূর্বে শনাক্ত করা হয়েছে। শর্ত লঙ্ঘন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে এক হাজার মার্কিন ডলার শাস্তি-জরিমানার বিধান রয়েছে।

অর্থনীতির বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর দিকে লক্ষ্য রেখে ঢাকা মহানগরীসহ চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, খুলনায় খোলা হয়েছে ৩০৫টি গার্মেন্টস চাইল্ড লেবার স্কুল। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭ হাজার ৬৫৪ জন। শিক্ষার্থীকে প্রতিমাসে দেয়া হয় ৩শ' টাকা। বইপত্র দেয়া হয় বিনামূল্যে। তাতে শিশুশ্রম বন্ধ হলো, শিক্ষা কার্যক্রমও চলছে উপ-আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি রয়েছে বিনোদনের ব্যবস্থাও। এমনি একটি কাঁঠাল বাগান স্কুলে গিয়েছিলাম। কথা হলো শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের সাথে। ঢাকার গার্মেন্টস চাইল্ড লেবার স্কুলের কাঁঠাল বাগান

শাখার মহসিনের বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। অভাবের তাড়নায় ঢাকায় এসেছে। সে বলল, ঢাকায় আইসা ৬০০ টাকার বেতনে উত্তরা গার্মেন্টসে চাকরি নিই। কিছুদিন ভালই লাগছে কিন্তু অমানুষিক পরিশ্রম।

মহসিন বলল, স্কুলে ভর্তি হইয়া ভালই লাগছে। পড়ালেখার মতো সুন্দর কিছু নেই। ইলিয়াস বলল, বাবা ঢাকায় রিক্সা চালান। একজনের রোজগারে সংসারে অভাব দেখা দেয়ায় বাবা উত্তরা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি নিয়ে দেন। বেতন পেতাম ৬শ' টাকা। অনেক পরিশ্রম করতে হতো। এখন স্কুলে পড়ালেখা করে আনন্দ পাচ্ছি। ক্লাসের পড়া ক্লাসেই শিখে ফেলি। পড়ালেখা করে বড়লোক হতে মন চায়।

ঐ প্রতিষ্ঠানের ফুলি বলল, বাবা অসুস্থ, মা ঝিয়ের কাজ করে, সংসারে অভাব।

তাই গার্মেন্টসে চাকরি নিয়েছিলাম। খুব কষ্ট। সুপারভাইজাররা নানা রকম গালাগালি করত। এখন স্কুলে এসে সুন্দর সুন্দর কথা শুনতে পাচ্ছি। পড়ালেখা শিখছি। আমরা গরিব, ক্ষুধার জ্বালায় পড়ালেখা করতে মন চায় না। সে বলল শুনছিলাম আমাগো স্কুলে দুপুরে খাবার দিব, অসুখ হলে ওষুধ দেবে কিন্তু এগুলো তো আমরা পাই না।

রোকসানা বলল, মাদারীপুর থাইক্যা ঢাকায় আইছি। আব্বা কবিরাজি লইছে। আমি গার্মেন্টসে চাকরি করছি। পড়ালেখা করতে মন চায় কিন্তু ঘরে তো খাবার নেই। ৩শ' টাকা দিয়ে চলে না। তাছাড়া ওষুধপত্রও স্কুল থেকে দেয় না। কি করুম। সব কাজ ফেলে স্কুলে আসি। আমাগো লাইগ্যা সরকারের কাছে কন। পড়ালেখা করে শিক্ষক হতে ইচ্ছা করে।

ময়মনসিংহের সুবর্ণা বলল, সকাল ৯টা পর্যন্ত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে হেলপারের কাজ করি। ৭০০ টাকা বেতন পাই। বাবা তরকারির আড়তে থাকে। সংসার চলে না। আমি এখান থেকেই আবার স্কুলে যাই পড়ালেখা করতে। মনতো চায় পড়ালেখা করতে। কিন্তু অভাব তো তাড়া দেয়।

কুমিল্লার লাকী বলল, সকাল ৭টায় ফ্যাক্টরিতে যাই। তারপর স্কুলে গিয়ে পড়ালেখা করি, গান শিখি, খেলাধুলা করি, খুব মজা লাগে। মনটা ফ্যাক্টরি ছাইড়া আইতে কয় কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় পারি না। ময়মনসিংহের চায়না ভানু বলল, ডাইরেক্টর স্যার আমাগো ফ্যাক্টরিতে আইতে কয় আর এমড়ি স্যার স্কুলে যাইতে কয়। কোন্‌দিকে যাই। তাই দু'খানেই যাই। কাজও করি, পড়াও শিখি স্কুলে। আমাগো উপায় নেই। সব দুঃখ তো আমাগোই। শিক্ষিকা মাহমুদা খাতুন জানালেন, অনেক অভিভাবকই প্রথমদিকে স্কুলে ছেলেমেয়েদের পাঠাতে চায়নি। তাদের বক্তব্য, স্কুলে পাঠানোর চেয়ে কাজে যোগালি দিলে অর্থনৈতিকভাবে উপকারে আসে। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা কেটে গেছে। অনেক অভিভাবকই এখন স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী কিন্তু ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে এখনও অনেক শিশু হেলপারের কাজ করছে। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ত্বরিত পদক্ষেপ নেবেন আশা করি। সেই সাথে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের দুপুরের খাবার, ওষুধপত্র এবং শিক্ষামূলক উপকরণ-অনুষ্ঠানমালার ব্যবস্থা করে দেশের শিশুশ্রম বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া জরুরী।

ঢাকাস্থ একটি গার্মেন্টস শ্রমিক স্কুল পরিদর্শন করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড এন মেরিল

মোস্তাফিজুর রহমান